দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUN: 15 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদানে বাকৃবিতে অনিয়মের অভিযোগ

॥ জিল্লুর রহমান খান ॥

ময়মনসিংহ ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বিবেচনায় পদ সৃষ্টি করে ৬ জন সহযোগী অধ্যাপককে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ২ জন সহযোগী অধ্যাপককে নীতিমালা বহির্ভূতভাবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক গত ৩১শে জানুয়ারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ করেন। অভিযোগে জানা যায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রকাশনা না থাকা সত্ত্বেও গত ৮ই জানুয়ারি ২৩৯তম অধিবেশনের ৭নং সিদ্ধান্ত মূলে ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ফাহমিদা খাতুন, গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোঃ মুজিবুর রহমান, ভাষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এ বি এম নূরুল ইসলাম নাজমী ও মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ গোলাম হোসেন ও গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ নিরঞ্জন কুমার বসাককে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

অথচ সিন্ডিকেটের ২০২তম অধিবেশনের ৫নং সিদ্ধান্ত মূলে শিক্ষা বিভাগসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে পদ সৃষ্টি, ব্যক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যায়োন্নয়ন এবং সৃষ্ট বা শূন্য পদ পূরণ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদন করা হয়। উক্ত নীতিমালায় সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপকদের বেলায় প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতায় কোন পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ বা শ্রেণী থাকা চলবে না। এছাড়া প্রার্থীর পিএইচডি ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১২ বছরের শিক্ষকতার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে ৫ বছর শিক্ষকতার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং গবেষণা পরিচালনার অভিজ্ঞতাসহ স্বীকৃত জার্নালে অন্যূন ১২টি গবেষণা প্রকাশনা থাকতে হবে। যাদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে তাদের অনেকের এ যোগ্যতা নেই। অথচ ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ফাহমিদা খাতুন আই এস সি পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ এবং জার্নালে তার কোন প্রকাশনাই নেই। এছাড়া গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোঃ মুজিবুর রহমানের জার্নালে কোন প্রকাশনা নেই। কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পরেশ চন্দ্র মোদকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে পদোন্নতি দেবার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেনি। জানা গেছে, উপাচর্যের সঙ্গে কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপকের শীতল সম্পর্ক এবং বুদ্ধি বৃত্তিক অসততার কারণে পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি থেকে তার পদোন্নতির আবেদনটি সিন্ডিকেটের সভায় বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়নি। কারণ উপাচার্য পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি। উল্লেখ্য, বিশেষ বিবেচনায় পদ সৃষ্টি করে পদোন্নতি দেয়ার ঘটনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ প্রথম।

এ ব্যাপারে উপাচার্যের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ৬ জন শিক্ষককে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষেত্রে বিশেষ প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্যের অধিকারী ও ক্যাম্পাসে খুব জনপ্রিয় শিক্ষকদের অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত বিধি ও নীতিমালার আলোকে নির্বাচনী কমিটি ও সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে শিক্ষকদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।